ইউনিট - ১০

বিশিষ্ট দার্শনিক : আল-গাযালী

(RENOWNED PHILOSOPHER : AL GHAZALI)

পাঠ - ১ : জীবনী ও রচনাকর্ম (Life and works)

পাঠ - ২ : পদ্ধতি : বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষণ
(The Method : Examination of Different Systems)

পাঠ - ৩ : দার্শনিকদের সমালোচনা : জগতের চিরন্তনতা, আল্লাহর জ্ঞান ও দেহের পুনরুত্থান
(Criticism of Philosophers : The Eternity of the World, The knowledge of the God and resurrection of the Body)

পাঠ - ৪ : কার্য-কারণ (Causality)

পাঠ - ৫ : মানব প্রকৃতি (Human Nature)

পাঠ - ৬ : তিন জগৎ (The Three worlds)

পাঠ - ৭ : গুরুত্ব ও প্রভাব (Importance and Influence)

পাঠ - ১

জীবনী ও রচনাকর্ম
(Life and Works)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আল-গাযালীর জন্মতারিখ, জন্মস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা এবং তার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রসিদ্ধ তা উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

আল-গাযালী ছিলেন এগার শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক। তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের রক্ষক' বলা হয়। কারণ তিনি তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের বিচ্ছিন্ন মতবাদের সমন্বয়ে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরেন।

জীবনী (Life)

আল-গাযালী ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের তুস নগরের পাশে গাযালা নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন আহ্‌মদ আল-গাযালী। কারো কারো মতে, গাযালা নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করায় তিনি গাযালী নামে পরিচিত। আবার কারো কারো মতে, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ 'গাযালী' অর্থাৎ সূতা ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তিনি গাযালী নামে পরিচিত। তবে দ্বিতীয় মতটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ছোটবেলায় তিনি বাবাকে হারান। বাবার মৃত্যুর পর বাবার বন্ধু আহ্‌মেদ সাহেব তাঁর লালন-পালন ও লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু আহ্‌মেদ সাহেবের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে গাযালী পল্লীর মক্তব ছেড়ে তাঁর নির্দেশে শহরের অবৈতনিক মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি মহামনীষী আবু হামেদ আসফারায়েনী, আবু মোহাম্মদ যোবেনী প্রমুখ মহাজ্ঞানী শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন। খ্যাতনামা ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিদ আহমেদ ইবনে মোহাম্মদ রাযকানীর নিকট তিনি ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের প্রাথমিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন।

তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মভূমি তেহেরান শহর ছেড়ে 'জুরজান' শহরে যান। সেখানে তিনি আবু নছর ইসমাঈলের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তীক্ষ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী গাযালীকে তিনি পুত্র-স্নেহে শিক্ষাদান করেন। তিনি আবু নছর ইসমাঈলের নিকট যে শিক্ষা গ্রহণ করেন তা নোট আকারে লিপিবদ্ধ করেন।

জুরজান শহরে শিক্ষা অর্জনশেষে তিনি যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন একদল দস্যু তাঁর অন্যান্য জিনিস-পত্রের সাথে নোটগুলিও নিয়ে যায়। তখন তিনি দস্যু সরদারের কাছে তাঁর নোটগুলির জন্য আবেদন জানান এবং বলেন, এগুলো আমার বড় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু, এগুলো হারালে আমার দীর্ঘদিনের সকল কষ্টই বৃথা হয়ে যাবে। আমার অর্জিত সকল বিদ্যাই এগুলোর মধ্যে রয়েছে। শুনে দস্যু সরদার ব্যঙ্গ করে বললেন, তুমি তো বেশ পড়ালেখা করেছ, অর্জিত বিদ্যা কাগজে সঞ্চিত রয়েছে, মনে কিছুই নেই, খুব তো পড়েছ। আর হাসতে হাসতে সেগুলো ফেরত দিলেন।

এই ব্যঙ্গোক্তির কারণে তাঁর মনে নিজের পড়ালেখার প্রতি নিজেরই ধিক্কার দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হল। ফলে তিনি তিন বছরের সমস্ত নোটগুলি এমনভাবে আয়ত্ত করলেন যা তাঁর মন থেকে আর মুছে গেল না।

এরপর তিনি খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর শহরের 'নিযামিয়া মাদ্রাসা'-র প্রধান শিক্ষক মহাজ্ঞানী (ইমামুল হারামাইন উপাধিধারী) আবদুল মালিকের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। নিশাপুরে অবস্থান

কালেই তিনি মৌলিক গবেষণার সঙ্গে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বাগদাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে নিজামিয়া মাদ্রাসার ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই আবার তিনি জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়ে যান এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করেন। অবশেষে আবার নিজামিয়া মাদ্রাসায় ফিরে আসেন এবং অধ্যাপনা শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী ফাখরুল মূলক গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলে তিনি খুব দুঃখ পান এবং নিজামিয়া মাদ্রাসা ছেড়ে নিজ গ্রামে ফিরে যান। তাঁর বাড়ী থেকে অল্প দূরে তিনি একটি খানকা স্থাপন করে বিদ্যা অর্জনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে জীবনের বাকী সময় অতিবাহিত করেন। এই মহামনীষী ১৮ ডিসেম্বর ১১১১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

রচনাকর্ম (Works)

ইমাম গাযালী তত্ত্ববিদ্যা, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ছোট বড় সত্তর খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে এহ্ইয়া-উল-উলুমুদ্দিন, তাহ্ফাতুল ফালাসিফাহ্, কিমিয়াই-সা' আদাত, এলজামুল আওয়াম, আসমাউল হাসান, হাকীকাতুল রুহ, আজাইবুল মাখলুকাত, জওয়াহিরুহ কোরআন, ইয়াকুত্তাবিল ফীত্তাযাসীর, মিনহাজুল আবেদীন, তালিমুর্দ্দিনে কাশফু উলুমিল আখেরাত, মিশকাতুল আনওয়ার, বিদায়াতুল হিদায়াহ্, মা-আনী আসমায়িল্লাহ, মাকাসিদুল ফালাসিফা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'এহ্ইয়া-উল-উলুমুদ্দিন' (ধর্মীয় জীবনের পুনর্জীবন) সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। গাযালী ছিলেন মূলত একজন ধর্ম সংস্কারক, ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য প্রদান করেন। এছাড়া তিনি প্রচলিত দার্শনিক মতবাদগুলি অস্বীকার করেন এবং বলেন, একমাত্র ঐশীজ্ঞানই সত্যের সন্ধান দিতে পারে, অন্য কিছু নয়।

'তাহ্ফাত-উল-ফালাসিফাহ্ (দর্শনের ধ্বংস) ইমাম গাযালীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে পাশ্চাত্যের কিছু দার্শনিকের কিছু মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। বিশ্বের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি বিষয়ক মতবাদের আলোচনা এখানে করা হয়।

'কিমিয়াই-সা'আদাত' (সৌভাগ্যের পরশমণি)-ও তাঁর একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি আত্মদর্শন, তত্ত্ব দর্শন, সংসার দর্শন, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গাযালীর জীবনী ও রচনাকর্ম সম্বন্ধে যা জানেন বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। গাযালীর আত্মজীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২। গাযালীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ কি কি?

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। গাযালী জন্মগ্রহণ করেন
- ক) ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে
- খ) ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে
- গ) ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে
- ঘ) ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে

২। গাযালী মৃত্যুবরণ করেন
- ক) ১১১১ খ্রিস্টাব্দে
- খ) ১২১২ খ্রিস্টাব্দে
- গ) ১২১১ খ্রিস্টাব্দে
- ঘ) ১১২২ খ্রিস্টাব্দে

৩। গাযালীর বিখ্যাত গ্রন্থ
- ক) এহ্ইয়া-উল-উলুমুদ্দিন
- খ) তাহ্ফাতুল ফালাসিফাহ
- গ) কিমিয়াই-সা'আদাত
- ঘ) হাকীকাতুল রুহ

৪। তাহফাত-উল-ফালাসিফাহ্ অর্থ
- ক) সৌভাগ্যের পরশমণি
- খ) দর্শনের ধ্বংস
- গ) ধর্মীয় জীবনের পুনর্জীবন
- ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

সঠিক উত্তর

১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠ - ২

পদ্ধতি : বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষণ
(The Method: Examination of Different Systems)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কিভাবে গাযালী সত্য জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তিনি কিভাবে ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদগুলোর সমালোচনা করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দার্শনিকদের কিভাবে ও কেন বর্জন করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তাঁর মতে প্রকৃত সত্যকে কিভাবে লাভ করা যায় তা আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

'তাহফাত-উল-ফালাসিফাহ্' নামক গ্রন্থে গাযালী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁদের মতবাদের অসারতা তুলে ধরেন। তিনি এক সংশয়বাদী মন নিয়ে দার্শনিক আলোচনা শুরু করেন। তিনি প্রথমে সংশয় করেন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে, কারণ ইন্দ্রিয় আমাদের প্রায়ই ভুল জ্ঞান প্রদান করে যা বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। এরপর তিনি বুদ্ধিকে সংশয় করতে থাকেন এবং চিন্তা করেন, কিভাবে বা কি মাধ্যমে বুদ্ধির ভুলগুলি জানা যায়। এক্ষেত্রে তিনি খুঁজে পান স্বয়ং আল্লাহ্কে। যার মাধ্যমে বুদ্ধির ভুলগুলি জানা সম্ভব।

গাযালী স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের সাহায্যে জগৎ ও জীবনকে জানতে চেয়েছেন। তাই তিনি সব কিছুই যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছেন।

তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং তাদের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেন : (১) স্কলাস্টিক ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় (২) তালেমী সম্প্রদায় (৩) দার্শনিক সম্প্রদায় ও (৪) সুফী সম্প্রদায়।

(১) স্কলাস্টিক ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় বলতে তিনি আশারিয়া সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে এই সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ মুতাযিলাদের যুক্তি খন্ডন করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য নিজস্ব কোন মৌলিক যুক্তি দাঁড় করাতে পারেনি। তাই তিনি তাদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় বলে বাতিল করেন।

(২) তালেমী সম্প্রদায়ের মতবাদকে তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তারা নির্বিচারে মনে করেন যে যথার্থ ও অকাট্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে জানা যায়। অর্থাৎ এ সম্প্রদায়ের মতবাদ হল বিচারবিযুক্ত মতবাদ যা কখনও প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়কে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করে বলেন, দার্শনিকগণ যুক্তি দিয়েই তাদের মতবাদসমূহ প্রদান করেন এবং সত্যকে জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে, শুধু বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দিয়ে পরম সত্তার জ্ঞানলাভ করা যায় না। এছাড়া আস্তিক দার্শনিকরা জগৎ, আল্লাহ্র জ্ঞান, দেহের পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে যে মতবাদ প্রদান করেন তিনি তার তীব্র সমালোচনা করে তাঁর মতবাদ প্রদান করেন।

(৪) এরপর তিনি সুফী মতবাদ সম্বন্ধে জানার জন্য তাদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করেন। সুফীদের মতে, তন্ময়াবস্থায় প্রকৃত সত্যকে যথার্থভাবে জানা ও উপলব্ধি করা যায়। তাদের এই মতবাদ তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় এবং তিনি এই পথেই প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য অগ্রসর হন। তিনি কঠোর শ্রমের মাধ্যমে সুফীবাদের ত্রুটিগুলি দূর করে সুফীবাদকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর সমকালীন দার্শনিকদের তিনটি দলে বিভক্ত করেন : (১) বস্তুবাদী (২) প্রত্যাদেশ অবিশ্বাসী ও (৩) একত্ববাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, দার্শনিকদের মূল সমস্যা হল তারা চিন্তার মৌলিক নিয়মাবলী যথার্থভাবে অধ্যয়ন করে না। তাই তাদের মতবাদ যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। যেমন -

(i) বস্তুবাদীদের মতে, বস্তুর প্রত্যক্ষণ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। তাদের মতে, বস্তুই চিরন্তন সত্য এবং বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হয়। গাযালী তাদের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, বস্তু নয় আত্মাই বাস্তব সত্য।

(ii) প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী আস্তিকরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু ঐশী বাণীর সত্যতা স্বীকার করে না। তাই গাযালী তাদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় বলে বর্জন করেন।

(iii) একত্ববাদে বিশ্বাসীরা অ্যারিস্টটলের মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলে তিনি তাদের মতবাদ বর্জন করেন। তবে প্রতিটি মতবাদ আলোচনার পূর্বে তিনি তাদের মতবাদগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করেন। তারপর তিনি এগুলোর অসারতা প্রমাণ করে তা বর্জন করেন।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গাযালী কিভাবে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ সমালোচনা করে বর্জন করেন? আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য গাযালী কিভাবে অগ্রসর হন?

২। গাযালী কিভাবে তাঁর সমকালীন দার্শনিকদের সমালোচনা করেন?

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। গাযালী প্রকৃত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রথমেই সংশয় করেন
- ক) ইন্দ্রিয়সমূহকে
- খ) ধারণাকে
- গ) সংবেদনকে
- ঘ) প্রজ্ঞাকে

২। গাযালী ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেন
- ক) এক ভাগে
- খ) দু' ভাগে
- গ) তিন ভাগে
- ঘ) চার ভাগে

৩। গাযালী দার্শনিক সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেন
- ক) দু' ভাগে
- খ) চার ভাগে
- গ) তিন ভাগে
- ঘ) পাঁচ ভাগে

৪। বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা-পর্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রকৃত সত্যকে জানা যায়
- ক) সচেতন অবস্থায়
- খ) তন্ময় অবস্থায়
- গ) রাগান্বিত অবস্থায়
- ঘ) অচেতন অবস্থায়

সঠিক উত্তর

১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। খ

পাঠ - ৩

দার্শনিকদের সমালোচনা: জগতের চিরন্তনতা, আল্লাহর জ্ঞান ও দেহের পুনরুত্থান
(Criticism of the Philosophers: The Eternity of the World, The Knowledge of the God and Resurrection of the Body)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জগৎ সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- আল্লাহ সম্পর্কে গাযালীর ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

গাযালী তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে তাঁর 'তাহ্ফাত-উল-ফালাসিফাহ্' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি অ্যারিস্টটল, ফারাবী ও সিনার যেসব মতবাদ খন্ডন করেন তার মধ্যে জগতের চিরন্তনতা, আল্লাহর জ্ঞান ও দেহের পুনরুত্থান উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, এ মতবাদগুলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই আপত্তিজনক। যেসব মুসলমান এই ধরনের মতবাদ সমর্থন ও প্রচার করেন তারা প্রকৃত মুসলমান নন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নিম্নে গাযালীর মতবাদগুলি আলোচনা করা হল।

জগতের চিরন্তনতা (The Eternity of the World)

মুসলিম দার্শনিক ফারাবী, সিনা ও তাঁদের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ জগতের স্রষ্টা। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতবাদের সমর্থন করে তাঁরা বলেন, জগৎ সৃষ্ট হলেও জগতের কোন কালিক শুরু ছিলো না, অর্থাৎ জগৎ কোন বিশেষ সময়ে সৃষ্ট নয়। আসলে মুসলিম দার্শনিকগণ অ্যারিস্টটলের ধারণার সাথে ইসলামের ধারণাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্যই এই মতবাদ প্রদান করেন। তাঁদের মতে, জগৎ বিস্তৃতির দিক থেকে সসীম, আর স্থিতির দিক থেকে অসীম, অনন্তকাল ধরে জগৎ অস্তিত্বশীল। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব আল্লাহর মতই অনন্ত। গাযালী তাঁদের মতের বিরোধিতা করে বলেন, একটি জিনিস একই সাথে সসীম ও অসীম দুই-ই হতে পারে না। দেশ ও কালকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বলা যায় না। কাল যদি অসীম হয় তাহলে দেশও অসীম হবে। তাঁর মতে, দেশ ও কাল কোন বস্তু নয়, বস্তুর সম্বন্ধ বিশেষ। তিনি বলেন, দেশকে যদি বাহ্যিক প্রত্যক্ষণের আকার বলা যায় তাহলে কাল হবে আন্তর প্রত্যক্ষণের আকার। তাঁর এই অভিমত কান্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও তিনি দেশ ও কালকে আল্লাহ সৃষ্ট বলে মনে করেন এবং এগুলি আল্লাহ আমাদের মনে জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ধারণার মধ্যে সম্বন্ধস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর জ্ঞান (The knowledge of the God)

দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ পরম সত্তা এবং তাঁর সারসত্তা হল চিন্তন। এই চিন্তন দ্বারাই তিনি সব কিছুকে জানেন এবং সৃষ্টি করেন। তিনি যা কিছু জানেন তা-ই অস্তিত্বশীল হয়ে যায়। চিন্তার মাধ্যমেই তিনি জগতের সমস্ত কিছু দেখতে পান। গাযালী তাদের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন চিন্তন নয়, ইচ্ছা শক্তিই হল আল্লাহর সারসত্তা। আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তন ইচ্ছা শক্তির অনুগামী। আত্মচেতনাও ইচ্ছা শক্তির ওপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, চিন্তন থেকে কোন কিছুর উদ্ভব সম্ভব নয় বরং ইচ্ছাশক্তি থেকেই জগতের সমস্ত কিছর উদ্ভব।

দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ শুধু সার্বিককেই জানেন, বিশেষকে নয়। আল্লাহর জ্ঞান চিরন্তন ও শাশ্বত এবং তাঁর জ্ঞান কোন বিশেষ স্থান-কালনির্ভর নয়। আল্লাহ কোন ঘটনা ঘটার আগেই তা ধারণা হিসেবে জানেন। তাদের মতে, কোন বিশেষ ঘটনা যে সব কার্য-কারণ দ্বারা গঠিত হবে সেগুলো তিনি আগে থেকেই জানেন, কিন্তু কোন বিশেষ ঘটনাকে তিনি জানেন না এবং জানা তাঁর কাজ নয়। তেমনি বিশেষ ব্যক্তিকেও তিনি জানেন না, তিনি জানেন সার্বিক মানুষকে এবং দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে। গাযালী তাদের মতের সমালোচনা করে বলেন, আল্লাহ্ বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনাকে জানেন না বা জানতেই পারবেন না, এ হতে পারে না, এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, আল্লাহ ইচ্ছা করেন ও সৃষ্টি করেন, তিনি জগতের প্রতিটি ধ লিকণাকেও জানেন। তাঁর ইচ্ছাই সব কিছুর কারণ। তাঁর অনন্ত জ্ঞান প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। এজন্য তাঁর একত্ব বিঘ্নিত হয় না। পৃথিবীতে এক চিরন্তন দয়ালু হিসেবেই আল্লাহ বিদ্যমান। কালের পার্থক্য দ্বারা তাঁর জ্ঞানে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় না।

দেহের পুনরুত্থান (Resurrection of the Body)

দার্শনিকদের মতে, আত্মা অমর আর দেহ ধ্বংসশীল। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মা দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, আর দেহ ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বেহেস্ত ও দোযখের ব্যাপার পুরোটাই মানসিক ব্যাপার, এখানে দেহের কোন প্রয়োজন নেই। যদিও কোরআনের কোন কোন বাণীতে পারলৌকিক জীবনকে পার্থিব অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এসব বাণীকে আক্ষরিক অর্থে না বুঝে বুঝতে হবে রূপক ও প্রতীকী অর্থে। এগুলো সাধারণ মানুষের বুঝার সুবিধার্থে করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের এসব বাণীর মর্মার্থ বুঝতে হবে।

গাযালীর বক্তব্য হল এই সমস্ত দার্শনিক কোরআনের ঐ সব বাণীকে বাছাই করে নিয়েছেন যেগুলো তাদের মত সমর্থন করে। কিন্তু মরণোত্তর দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা চলে না। শুধু আত্মাই নয়, দেহও অমর। আল্লাহ্ যদি প্রথমবার অর্থাৎ জন্মকালে দেহ ও আত্মাকে একত্রে সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে দ্বিতীয়বার অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সময় কেন দেহ ও আত্মার পুনঃমিলন ঘটাতে পারবেন না? যে যুক্তিতে তিনি দুটি ভিন্ন জিনিসকে প্রথমবার একত্রিত করতে পেরেছেন সেই একই যুক্তিতে দ্বিতীয়বারও একত্রিত করতে পারবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং কোন কিছু করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছাই যথেষ্ট। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক। আর এই ন্যায় বিচারের স্বার্থে দেহের পুনরুত্থান হবে।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জগতের চিরন্তনতা সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।
২। আল্লাহ্‌র জ্ঞান সম্পর্কীয় গাযালীর মতবাদটি বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে আল্লাহ্‌র জ্ঞান সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।
২। সংক্ষেপে দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ আলোচনা করুন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। মুসলিম দার্শনিক ফারাবী, সিনা ও তাদের অনুসারীদের মতে জগৎ
ক) অসীম খ) সসীম
গ) উভয়ই ঘ) কোনটি নয়

২। ফারাবী, সিনা ও তাদের অনুসারীদের মতে, আল্লাহ্‌র সারসত্তা হল
ক) চিন্তন খ) ইচ্ছাশক্তি
গ) সৃষ্টি নিপুণতা ঘ) ন্যায় পরায়ণতা

৩। গাযালীর মতে, আল্লাহ্‌র সারসত্তা হল
ক) চিন্তন খ) ইচ্ছাশক্তি
গ) সৃষ্টি নিপুণতা ঘ) ন্যায় পরায়ণতা

৪। দেহের পুনরুত্থান সম্ভব
ক) ফারাবীর মতে খ) সিনার মতে
গ) গাযালীর মতে ঘ) অ্যারিস্টটলের মতে

সঠিক উত্তর

১। গ ২। ক ৩। খ ৪। গ

পাঠ - ৪

কার্য-কারণ
(Causality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কার্য-কারণ সম্পর্কে গাযালীর ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কার্য-কারণের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক আছে কিনা তা উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

''দেহের পুনরুত্থান সম্ভব নয়'' দার্শনিকদের এ মতবাদের সমালোচনা করতে গিয়েই গাযালী কার্য-কারণ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেন। হিউমের ৭০০ বছর পূর্বে তিনি কার্য-কারণের অনিবার্যতা অস্বীকার করেন। পরপর ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনার একটি কার্য এবং অপরটিকে যে আমরা কারণ বলে অভিহিত করি, এটা আসলে আমাদের অভ্যাসের ফল। তাঁর মতে, সকল কার্যের কারণই আল্লাহ।

কার্য-কারণ সম্পর্ক

দার্শনিকদের মতে, কার্য-কারণ সম্পর্ক আবশ্যিক ও অনিবার্য। কোন কার্যই কারণ ছাড়া সংঘটিত হয় না। কোন কার্য সংঘটিত হলে তার অবশ্যই একটা কারণ থাকবে এবং একটা কাজ একটা কারণ দ্বারা সংঘটিত হবে। একটা কাজের একাধিক কারণ থাকতে পারে না। অর্থাৎ একটা কার্য একটা মাত্র কারণ দ্বারা সংঘটিত এবং একটা কারণ একটাই কার্য সংঘটিত করে।

গাযালীর মতে, কার্য ও কারণের মধ্যে কোন আবশ্যিক অনিবার্যতা নেই। তিনি বলেন, কার্য-কারণ সম্পর্ক আসলে ঘটনাবলীর নিয়মানুবর্তী পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন খাদ্য গ্রহণ ও ক্ষুধা নিবৃত্তি, আঘাত ও ব্যথা এ সবই প্রাকৃতিক ব্যাপার এবং এগুলো সম্ভাব্যতার ব্যাপার, অনিবার্যতার কোন ব্যাপার নয়। আর দার্শনিকদের মতে, যেহেতু প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো সম্ভাব্য, আর কার্য-কারণও প্রাকৃতিক ব্যাপার সেহেতু কার্যকারণও সম্ভাব্য, এগুলো নিশ্চিত বা কোন অনিবার্য ব্যাপার নয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার পর ঘটে। কিন্তু একটা ঘটনা আর একটা ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে না। দার্শনিকদের মতে, পানি পিপাসা নিবারণের কারণ; কিন্তু গাযালীর মতে, পিপাসা নিবারণের কারণ পানি নয়, আল্লাহ্। আল্লাহ্র ইচ্ছাশক্তি দিয়েই এটি সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যেভাবে খুশী যা খুশী করতে পারেন। তিনি কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নন। তবে সাধারণত অদ্ভ ত বা উদ্ভট কোন কিছুই আল্লাহ্ করেন না। বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনি আমাদের যে ধারণা বা জ্ঞান দিয়েছেন সে অনুযায়ী ঘটনা সংঘটিত হয় এবং আমরা এদের সম্ভাব্য বলেই মনে করি। আর প্রকৃত কারণ হিসেবে আল্লাহ্কে সনাক্ত করি।

গাযালী আরো বলেন, কোন প্রাকৃতিক বস্তু তো নয়ই এমন কি নভোমন্ডলীয় কোন সত্তাও কোন কিছুর কারণ হতে পারে না, কারণ এগুলো নিষ্প্রাণ ও নির্জীব। আর নিষ্প্রাণণ কোন কিছু অন্য কিছুর কারণ হতে পারে না। আল্লাহ বিশ্বপ্রকৃতি ও এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছুর পরিচালক। সব কিছুর গতি-প্রকৃতিই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক কার্য-কারণ প্রক্রিয়া।

তাঁর মতে, প্লোটিনীয় বিকিরণবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই দার্শনিকরা কার্যকারণ সম্পর্ককে এক-এক সম্পর্ক বলে মনে করেন। কারণ এটি কোন এককধর্মী বস্তু বা ঘটনা নয়। এ হল যৌথ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ কতকগুলি শর্তের সমষ্টি। তাই কোন কারণ সম্বন্ধে তখনই আমাদের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হবে

যখন আমরা শর্তগুলি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করব। সাধারণ একটা ঘটনার পেছনেও অনেকগুলি শর্ত একত্রে কাজ করে। আর একটি কার্য এককভাবে একটি কারণ দ্বারাই সংঘটিত হয় না, একটি কার্য ভিন্ন ভিন্ন অনেক কারণ দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে। আর এসব ভিন্ন ভিন্ন কারণগুলো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকা অস্বাভাবিক নয়, কেননা আমাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই সীমিত।

প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যদিও কোন আন্তর সম্পর্ক নেই তবুও এগুলো সুশৃঙ্খল। কারণ ঘটনাবলীর মধ্যে একটা পূর্বাপর নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে। আর এই নিয়মানুবর্তিতাকেই কারণিক সংযোগ বলা হয়। যখন এই কারণিক সংযোগ অনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে যায় তখন এক পর্যায়ে আমরা এমন এক আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হই যা থেকে সব কিছু উদ্ভূত, অর্থাৎ যা সকল কিছুর কারণ, কিন্তু নিজে কোন কিছুর কার্য নয় এবং যা জগতের সকল কিছু থেকে ভিন্নধর্মী। দার্শনিকদের মতে, এই কারণই হল আদি কারণ যার সারধর্ম হল চিন্তন এবং তাঁর এই চিন্তন থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। গাযালীর মতে, চিন্তন নয়, তাঁর ইচ্ছা সবকিছুর মূল কারণ। কারণ ইচ্ছা চিন্তনের পূর্বগামী।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কার্য-কারণ সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে কার্য-কারণের স্বরূপ সম্পর্কে গাযালীর মতবাদ বর্ণনা করুন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১) গাযালীর মতে, প্রতিটি কার্যের মূল কারণ হল
   ক) আল্লাহ্ খ) তার পূর্ববর্তী ঘটনা
   গ) তার পরবর্তী ঘটনা ঘ) সে কাজ নিজেই

২। অন্যান্য দার্শনিকদের মতে কার্য-কারণ সম্পর্ক হল
   ক) পূর্বাপর খ) সম্ভাব্য
   গ) অনিবার্য ঘ) বিশেষ

৩। গাযালী কার্য-কারণ সম্পর্কীয় তাঁর মতবাদ প্রদান করেন দার্শনিকদের কোন্ মতবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে
   ক) দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কীয় মতবাদ খ) আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ
   গ) জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদ ঘ) বিশ্ব সম্পর্কীয় মতবাদ

৪। গাযালীর মতে, কার্য-কারণ সম্পর্ক হল
   ক) অনিবার্য খ) আবশ্যকীয়
   গ) সম্ভাব্য ঘ) যৌক্তিক

সঠিক উত্তর

১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ

পাঠ - ৫

মানব প্রকৃতি
(Human Nature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গাযালী মানুষের স্বভাবকে কত ভাগে এবং কেন ভাগ করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গাযালীর মতে মানুষের মূল চালিকা শক্তি কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- গাযালীর মতে মানুষ কিভাবে পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

গাযালীর মতে, মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব মূলত চারটি স্বভাবের সমন্বয়ে গঠিত : (১) শূকরের স্বভাব (২) কুকুরের স্বভাব (৩) শয়তানের স্বভাব ও (৪) ফেরেস্তার স্বভাব। এজন্য মানুষের মধ্যে আমরা ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নানা রকমের বৈচিত্র্য ভাব দেখতে পাই।

মানব প্রকৃতি

আল গাযালীর মতে, মানুষ যদিও দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত, তথাপি এখানে আত্মার প্রাধান্যই বেশী। তাঁর মতে, আল্লাহ যেভাবে পৃথিবীকে প্রতিপালন করেন, মানুষের আত্মাও সেভাবে দেহকে প্রতিপালিত করে। মানবাত্মার সাথে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক নিবিড় ও অদ্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের জন্যই মানুষের মধ্যে নানা রকম গুণ বা স্বভাব দেখা যায়। এই স্বভাবের মধ্যে কোনোটি খুব ভাল যা তাকে সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়, আবার কিছু স্বভাব এতই মন্দ যে তা তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। মতে, এই বিচিত্র স্বভাবকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায় : (১) ইতর প্রাণীর (শূকরের) স্বভাব (২) হিংস্র জীবের স্বভাব (৩) শয়তানের স্বভাব ও (৪) ফেরেশতার স্বভাব। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ক্ষুধা ও লোভ আছে বলেই সে আহার ও বিহারের মত নিম্ন ধরনের কাজে আনন্দ পায় ও মশগুল থাকে। ক্রোধ আছে বলেই সে কুকুর, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জীবের মত মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ, গালাগালি, খুন ইত্যাদি পাশবিক কাজে মত্ত হয়ে ওঠে। কু-মনোবৃত্তির কারণেই মানুষ শয়তানের মত ছলনা, প্রতারণা, ছিনতাই, চুরি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকে। আবার বুদ্ধি ও বিবেচনা ক্ষমতার কারণে মানুষ ফেরেশতার মত ভাল কাজ করে। তারা জ্ঞান অর্জন করে, সৎ কাজ করে এবং অন্যকে সৎ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ কাজ থেকে নিজে দূরে থাকে এবং অন্যকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়। অন্যের ভাল কামনা করে, অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়, সকল কাজে এবং সকল অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে।

গাযালির মতে, মানুষের মধ্যে এই সমস্ত কু-প্রবৃত্তিগুলি থাকা সত্ত্বেও যেহেতু মানুষের মধ্যে ফেরেস্তাদের মত জ্ঞানের আলো আছে সেহেতু মানুষ ইচ্ছা করলেই সকল কু-প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে জ্ঞানের আলো দ্বারা জীবন পরিচালনা করতে পারে। যার ফলে সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি লাভ করতে পারে। মানুষের এই ইচ্ছাশক্তি খুবই শক্তিশালী। মানুষ যদি ইচ্ছা করে তাহলে সমস্ত ভাল কাজ সে করতে পারে, ফলে জগতে নানাবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। আবার এই ইচ্ছাশক্তিই যদি ভাল কাজে না লাগিয়ে মন্দ কাজে লাগায় তাহলে সে পশুতুল্য হয়ে যায় এবং জগতে সব অনিষ্ট সাধন করতে থাকে। জ্ঞান সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে থাকে না। প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র, কারণ তাদের

আত্মার বিকাশের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। যার আত্মার বিকাশ সর্বনিম্ন তাকে জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। এই জাতীয় মানুষের পক্ষে গভীর জ্ঞানালোচনা করা সম্ভব নয়, কারণ তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনাই বেশী থাকে। পূর্ণতার উচ্চতম পর্যায়ে মানুষ স্বজ্ঞাসঞ্জাত শক্তি অর্জন করে। এই পর্যায়ে আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে। বাস্তবসত্তা সম্পর্কে জানতে পারে। একমাত্র নবী ও সুফীরাই এ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেন।

এ পর্যায়ে তারা প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে ও নিজেদের আত্মায় আল্লাহর প্রতিফলন লক্ষ্য করেন। আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ স্থাপনের ফলে আত্মা পরম আনন্দ লাভ করে। জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হতে পারলেই মানুষের আর শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ থাকে না। সে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে।

মানুষের দেহ হল আত্মার বাহনস্বরূপ। আর আত্মা হল দেহের পরিচালক। ক্রোধ ও লালসা দেহের দুটি প্রধান খেতমদগার। ইন্দ্রিয়সমূহ বহন করার জন্যই দেহের সৃষ্টি। আর বুদ্ধি হল ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালক। আবার ইন্দ্রিয়সমূহ হল বুদ্ধির সংবাদদাতা। বুদ্ধির সৃষ্টি আত্মাকে সৎ পরামর্শ দেওয়ার জন্য। তাই বিবেক-বুদ্ধি আত্মার পক্ষে প্রদীপের মত কাজ করে। আত্মা এই প্রদীপের মাধ্যমে আল্লাহর দর্শন লাভ করে। তাঁর মতে, আত্ম-অনুশীলনের মাধ্যমে যে কোন মানুষ আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারে। আর এটাই হল মানুষের জন্য পরম পাওয়া।

মানুষের আত্মা স্বচ্ছ আয়নার মত উজ্জ্বল। পাপ ও অন্যায় এই স্বচ্ছ আয়নাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে মানুষ আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে সৎ ও ভাল কাজের মাধ্যমে আত্মার স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে গাযালীর মতবাদ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। গাযালী মানুষের স্বভাবকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করেছেন তা বর্ণনা করুন।
২। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে গাযালীর মতবাদ সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। গাযালী মানুষের স্বভাবকে মূলত ভাগ করেছেন
   (ক) দু' ভাগে (খ) তিন ভাগে
   (গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

২। মানুষ একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে কারণ তার মধ্যে আছে
   (ক) শূকরের স্বভাব (খ) হিংস্র প্রাণীর স্বভাব
   (গ) শয়তানের স্বভাব (ঘ) ফেরেস্তার স্বভাব

৩। বুদ্ধির সংবাদদাতা হল
   (ক) ইন্দ্রিয়সমূহ (খ) আত্মা
   (গ) দেহ (ঘ) প্রকৃতি

৪। গাযালী মানবাত্মাকে তুলনা করেছেন
   (ক) স্বচ্ছ পানির সাথে (খ) স্বচ্ছ জেলির সাথে
   (গ) স্বচ্ছ আয়নার সাথে (ঘ) স্বচ্ছ মোমের সাথে

সঠিক উত্তর

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ - ৬

তিন জগৎ
(The Three Worlds)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গাযালী কোন্ দৃষ্টিতে জগতকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- গাযালীর মতানুযায়ী তিনটি জগতের বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা

জগৎ সম্বন্ধে গাযালী যে ধারণা ব্যক্ত করেন তা মূলত পে-াটিনাসের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। গাযালী জগতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন;

(১) আলম আল-মূলক

(২) আলম আল-মালাকুত ও

(৩) আলম আল-জাবারুত।

তাঁর মতে, এই তিনটি জগৎ মূলত একই সত্তার বিভিন্ন স্তর মাত্র। দেশ- কালের দিক থেকে তারা এক এবং অভিন্ন।

(১) আলম আল-মূলক বলতে তিনি পরিদৃশ্যমান জগতকে বুঝিয়েছেন। এ জগৎ পরিবর্তনশীল। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা এ জগতকে জানতে পারি অর্থাৎ এ জগতের ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই জানা যায়।

(২) আলম আল-মালাকুত হল বিকারহীন শাশ্বত জগৎ। এটাই হল আসল জগৎ। এই অনন্ত বা শাশ্বত জগতের প্রতিফলন-ই হল আলম আল- মূলক।

(৩) আলম আল- জাবারুত হল আলম আল-মূলক ও আলম আল-মালাকুত-এর মধ্যবর্তী এক জগৎ। এটি এমন এক জগৎ যার অস্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে মানুষের জ্ঞানের মাধ্যমে। এটি বাস্তব জগৎ হলেও প্রত্যক্ষণের আওতাধীন এই জগতেই আত্মার অবস্থান। আলম আল- মালাকুত থেকে মানবাত্মা এ জগতে আগমন করে এবং এ জগৎ থেকেই আবার ফিরে যায় তার আদি বাসস্থান স্বর্গে। ঘুমন্ত অবস্থায় ও স্বজ্ঞায় আত্মা বাস্তব জগতের সাথে যোগাযোগ করে। এটা স্বপ্নের মাধ্যমের মূলত ঘটে থাকে। তিনটি জগৎ জগতের অস্তিত্বের তিনটি ধরন মাত্র, আলাদা আলাদা জগৎ নয়।

গাযালী ঘুমকে মৃত্যুর ভাই মনে করেন। কোরআনে যে বিভিন্ন জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি যে শুধু রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে তা নয় এদের সবই আলম আল- মালাকুতে রয়েছে। এ জন্যই এগুলো ইন্দ্রিয় জগতের প্রতীয়মান সব জিনিস থেকে আলাদা। ফেরেস্তাদের মধ্যে কোনো কোনো ফেরেস্তা আলম আল- মালাকুত এবং কোনো কোনো ফেরেস্তা আলম আল- জাবারুতে বাস করে। আসলে গাযালীর এই মানবাত্মা একদিকে যেমন আলম আল-মালাকুত এর মতো চিরন্তন স্বভাবের নয়, অপরদিকে আবার আলম আল-মূলক-এর মতো দেশ- কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নয়। মানবাত্মা দু' জগতের অধিবাসী এবং দু' সত্তারই অংশীদার।

এই আত্মা পরিদৃশ্যমান জগতের সব বস্তু ও ঘটনা থেকে আলাদা। এর উদ্ভব স্বয়ং আল্লাহর আদেশে এবং এ কারণেই এটি সব জড়ীয় গুণ বিবর্জিত ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জগৎ সম্পর্কে গাযালীর ধারণা বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। গাযালী জগতকে কয় ভাগে ভাগ করেন। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। গাযালী জগতকে ভাগ করেন
ক) দু' ভাগে খ) তিন ভাগে
গ) চার ভাগে ঘ) পাঁচ ভাগে

২। আলম আল-মূলক হল
ক) পরিদৃশ্যমান জগৎ খ) স্বর্গীয় জগৎ
গ) মধ্যবর্তী জগৎ ঘ) কোনটিই নয়

৩। মধ্যবর্তী জগৎ হল
ক) আলম আল-মূলক খ) আলম আল-মালাকুত
গ) আলম আল- জাবারুত ঘ) তিনটিই

৪। ফেরেস্তাদের বাসস্থান হল
ক) আলম আল- মূলক খ) আলম আল-মালাকুত
গ) ওপরের দুটি ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর

১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ

পাঠ - ৭

গুরুত্ব ও প্রভাব
(Importance and Influence)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিম দর্শনে গাযালীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাযালীর অবদান আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

গাযালীকে বলা হয় হুজ্জাতুল ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামের রক্ষক। কারণ তাঁর আগমন ঘটে এমন সময়ে যখন ইসলামের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী জ্ঞানের উৎসের এক একটি দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে ইসলামের আলোকে প্রকাশ করে। যার ফলে ইসলামের সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত না হয়ে বিচ্ছিন্ন রূপই প্রকাশিত হয় এবং মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। গাযালী এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর চিন্তা ভাবনার ভাল দিকগুলির সমন্বয় সাধন করে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেন।

ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশে গাযালীর অবদানের জন্য কেউ কেউ তাঁকে মহানবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অভিহিত করেন। গাযালী একদিকে যেমন একজন সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক ছিলেন তেমনি আবার একজন ধর্ম সংস্কারকও ছিলেন। তিনি বিভিন্ন অনৈসলামিক প্রভাব থেকে ইসলামকে রক্ষা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এহইয়া-উল-উলুমউদ্দীন' ধর্মতত্ত্বের ওপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা করে ধর্মকে দর্শনের ওপর স্থান দেন। তাঁর মতে ওহীর জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। আর সমস্ত দার্শনিক জ্ঞানকে ওহীর মাধ্যমে যাচাই করে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে প্রজ্ঞার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে যার বাইরে প্রজ্ঞা যেতে পারে না। তাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য স্বজ্ঞারও প্রয়োজন রয়েছে।

তাই তিনি সুফীবাদকে অনৈসলামিক প্রভাব মুক্ত করে সুফীবাদের সংস্কার সাধন করেন এবং সুফীবাদকে ইসলামে একটি সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আশ'সারী মতবাদের ত্রুটিগুলি দূর করে এ মতবাদকে সমৃদ্ধ করেন।

ইমাম গাযালী মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ। তাঁর সব দিক বিবেচনা করে অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড (Macdonald) ইসলামে তাঁর প্রভাবকে চার ভাগে বিভক্ত করেন :

(১) গাযালী মুসলমানদেরকে সমস্ত অনৈসলামিক প্রভাব মুক্ত করে কোরআন ও হাদীস অধ্যয়নের দিকে ফিরিয়ে আনেন।

(২) তিনি দোযখের ভীষণ আযাবের বর্ণনা দিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেন যাতে মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করে। তাঁর মতে, দোযখের আগুনের ভয় মানুষের নৈতিক জীবনের এক মস্ত বড় চালিকা শক্তি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই ভয় ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

(৩) গাযালীই সুফীবাদকে রক্ষনশীল ইসলামে একটি সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

(৪) তিনি সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনকে সহজবোধ্য করে তোলেন যাতে মানুষ দর্শনের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ধর্মকে দর্শনের উর্ধ্বে স্থান দেয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং দর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মুসলিম দর্শনে গাযালীর গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন পন্ডিতগণ তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেন : যেমন, ডিবুওর (Deboer) বলেন, ''গাযালী নিঃসন্দেহে মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ।

আর. এ. নিকলসন (R.A. Nicholson) বলেন, ''গাযালী সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনীষী।

আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবাল বলেন, ''১৮'শ শতকে জার্মানীর কান্ট যে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন গাযালীর ভূমিকাও তেমনি ছিল প্রচারধর্মী''।

ওপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে গাযালীর অবদানকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি :

১। প্লেটোনিক ও অ্যারিস্টটলীয় চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবাদের হাত থেকে গাযালী ইসলামকে রক্ষা করেন। সাধারণ মানুষকে গ্রীক দর্শনের বিনষ্টকারী প্রভাব থেকে মুক্ত করে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। জনগণকে দর্শন ও ধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং ধর্মের স্থান দর্শনের অনেক ওপরে বলে অভিহিত করেন।

(২) বেহেস্তের সুখ এবং দোযখের ভয় মানুষকে সৎ এবং নৈতিক, অন্যায় ও অবিচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই তিনি মানুষকে দোযখের ভয়াবহ আযাবের ভয় দেখাতেন এবং বেহেস্তের নানামুখী সুখের কথা শুনাতেন। আর মানুষের মধ্যে ধর্মকে সুদৃঢ় করার জন্য ঈমান বা বিশ্বাসকে আশা ও ভয়ের মধ্যে স্থাপন করেন। বিশ্বাসকে কার্যকরী করার জন্য ধর্ম-কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে ধর্মই কেবল একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানবে পরিণত করতে পারে।

(৩) গাযালী শুধু মুসলিম দার্শনিকদেরই পূর্বসূরি ছিলেন তা নয়, তিনি পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় দার্শনিকদের অনেক চিন্তা ভাবনারও পূর্বসূরি ছিলেন। যেমন, ডেকার্ট, হিউম, কান্ট, বার্গস, মার্টিনো, প্যাসকল, টমাস একুইনাস প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনার পূর্বাভাস তাঁর চিন্তা ভাবনায় পাওয়া যায়।

(৪) তিনি স্বজ্ঞাকে যুক্তি তর্ক ও বিচার-বুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দেন। তাঁর মতে, ওহী বা প্রত্যাদেশই প্রকৃত জ্ঞান লাভের এক মাত্র মাধ্যম। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ প্রেমই আল্লাহর জ্ঞান লাভের সুনিশ্চিত পথ। আর এজন্যই তিনি আধ্যাত্মিক তন্ময়তা তথা সুফীবাদকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং সুফীবাদের ত্রুটিগুলি দূর করে সুফীবাদকে ইসলামের একটি সুদৃঢ় অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইসলামী চিন্তাধারায় গাযালীর গুরুত্ব ও অবদান বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। গাযালী সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিতগণের মন্তব্য ব্যক্ত করুন।

২। গাযালী সম্পর্কে ম্যাকডোলান্ডের মন্তব্য বর্ণনা করুন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। গাযালীকে বলা হয়

(ক) ইসলামের রক্ষক (খ) ইসলামের ভক্ষক

(গ) ইসলামের গুরু (ঘ) ইসলামের শিষ্য

২। 'হুজ্জাতুল ইসলাম' অর্থ

(ক) ইসলামের জনক (খ) ইসলামের ঈমাম

(গ) ইসলামের গুরু (ঘ) ইসলামের রক্ষক

৩। গাযালীর মতে প্রকৃত জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস হল

(ক) ওহী (খ) বুদ্ধি

(গ) প্রজ্ঞা (ঘ) অভিজ্ঞতা

৪। মানুষকে নৈতিক জীবনের প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্য গাযালী মানুষকে ভয় দেখান

(ক) সাপের (খ) বাঘের

(গ) দোযখের (ঘ) লোকের

সঠিক উত্তর

১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ